182. Pe. 923. 6!
300923

বঙ্গের কৃষক।

Md. Ibrahim

এম, এ, আজিজ অল বাহরি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
বগুড়া।

কলিকাতা,
৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২৩।

182. Pe. 923. 6!
3009923

বঙ্গের কৃষক।

Md. Ibrahim

এম, এ, আজিজ অল বাহরি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
বগুড়া।

কলিকাতা,
৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্য-প্রেসে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৯২৩।

বেঙ্গল রায়ত ও জোতদার কন্‌ফারেন্সের

বগুড়া অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

খানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেবের

পঠিত অভিভাষণ।

—— :*: ——

মহোদয়গণ!

অভ্যর্থনা সমিতি কর্ত্তৃক আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আমি আপনাকে অতি গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, আমা অপেক্ষা কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে ঐ পদ প্রদান করিলে কার্য্য যেমন সুসম্পন্ন হইত আমা দ্বারা সেরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই জানিয়াও. তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন ও আপনাদের কিঞ্চিৎ সেবা করিবার অধিকারের জন্যই ঐ পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার অযোগ্যতা পদে পদেই অনুভব করিতেছি।

আপনারা জানেন যে, বগুড়া অতি ক্ষুদ্র সহর, আমাদের শক্তি সামর্থ্যও অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং আপনাদের সমুচিত অভ্যর্থনা যে আমরা করিতে সমর্থ হইব না তাহা জানি, বিশেষতঃ এই রায়ত কন্‌ফারেন্সের কথা ১৫ দিন পূর্ব্বেও আমরা কল্পনার মধ্যেও আনিতে পারি নাই, এই অল্প সময় মধ্যে আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, কাজেই আপনাদিগকে সর্ব্ব

বিষয়েই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। তবে আমাদের সাহস আপনারা রায়ত বন্ধু এবং রায়তগণের উপকার সাধন জন্যই আজ এই স্থানে একত্রিত হইয়াছেন, সুতরাং আমাদের শত সহস্র ক্রটী মার্জ্জনা করিয়া যে জন্য একত্রিত হইয়াছেন সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ইহাই নিবেদন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আমাকেও কিছু বলিতে হইবে সেই জন্য আমি দুই চারিটি কথা বলিয়া আমার অভ্যর্থনার পাঠ শেষ করিব।

বঙ্গের কৃষক।

কৃষিকার্য্য মানবজাতির অতি পুরাতন ব্যবসায় পবিত্র এবং গৌরবের কার্য্য হজরত আদম (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। জনক প্রভৃতি আর্য্য ঋষি ও রাজগণ হাল চাষ করিতেন। অনেক পয়গম্বর স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেন। মানবজাতির আদি ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখা যায় প্রথমতঃ মানবজাতি স্বভাবজাত ফলমূল পশুপক্ষী শীকার করিয়া কালযাপন করিত। ক্রমে যখন সমাজ গঠন আরম্ভ হইল তখন হইতেই কৃষিকার্য্যের সূচনা, ইহাও মানবসমাজের অতি পুরাতন স্তর তখন পর্য্যন্ত রাজশক্তি গঠিত হয় নাই, তখন কৃষকই ভূমির একমাত্র অধীশ্বর, জমিদার প্রভৃতি মধ্য শ্রেণীর অস্তিত্ব তখনও কল্পনার অতীত ভূমির সহিত কৃষকেরই আদি এবং প্রথম সম্বন্ধ কেহই তাহাতে বাধা দিবার ছিল না, কেহ টু শব্দটী করিবার ছিল না, কৃষক রত্নগর্ভা বসুন্ধরার বুক চিরিয়া রত্ন বাহির করিয়া জগতকে বিলাইত।

ক্রমে মানবসমাজ পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হইল। মানবসমাজে শাসন-সংরক্ষণ শত্রুর আক্রমণ

রাজা বা নরপতি এবং রাজা হইতে রাজচক্রবর্ত্তী বা শাহান সাহ সম্রাট নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সকল পরিবর্ত্তনে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইতেছিল, কিন্তু কৃষকই আদি হইতে একই ভাবে সকলের অন্ন বস্ত্র জোগাইতেছিল, বণিক তাহা লইয়া দোকানপাট হাটবাজার খুলিয়া বসিল, শিল্পী নানাবিধ নূতন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিল।

মানবসমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে শ্রমবিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। নানাবিধ শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হইল, সর্ব্বোপরি রাজশক্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হইল। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্যের কিয়দংশ রাজ-কোষে প্রদান করিত। রাজা কৃষকের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির ভার গ্রহণ করিলেন। কৃষক নিশ্চিন্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট রাজকর ব্যতীত ভূমির সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ রহিল না, তখনও কৃষক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর, এই রাজকর দিতে কৃষক ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। • রাজা তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেন, তাহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন, তাহার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখি-তেন, কৃষক কেন সন্তুষ্টচিত্তে রাজকর প্রদান করিবে না, রাজাকে পিতৃ-তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে না? ভারতে কৃষকের এই রাজভক্তি এখনও অটুট রহিয়াছে, ভারতের কৃষক এখনও রাজাকে প্রাণের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কৃষকের সেই সরল অকপট ভক্তিতে ভাষার আড়ম্বর নাই, বাহিকতার আবরণ নাই, তাহা সরল কৃষকের সরল প্রাণের সরলতা মাখা খাঁটি জিনিষ। কৃষকের মাথার উপর দিয়া শত শত অত্যা-চারের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, কৃষকের ভক্তি টলে নাই, রাজশক্তি ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী জমিদারকেও কৃষক রাজার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে। যদিও জমিদার কৃষকের হৃদয় শোণিত পানে নিয়ত চেষ্টিত, যদিও জমিদার

রাজার সৃষ্টির সহিত কৃষকের রাজকর ধার্য্য হইয়াছে, এই রাজকর কি? অতি পূর্ব্বকালে কৃষককে কৃষিজাত দ্রব্যের অংশ দ্বারা রাজকর দিতে হইত। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে মহর্ষি মনুর ব্যবস্থায় কৃষকের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছে। উহা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ, মুসলমান আমলে আইন আকবরী মতেও ঐ অংশ। এই রাজকর নিয়োজিত কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিতে হইত।

হিন্দু আমলে ভারতবর্ষে জমিদার ছিল না। জমিদারী প্রথা তখন সৃষ্টি হয় নাই। হিন্দু রাজগণের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। মুসলমান শাসনের প্রথম সময়েও জমিদার শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায় না, তবে জায়গীর প্রথা তখনও ছিল। জমিদারী প্রথা মোগল শাসনের সৃষ্টি। কৃষি প্রজার নিকট হইতে রাজকর আদায়ের সুবিধার নিমিত্ত মোগল বাদসাহগণ জমিদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন; জমিদারের হস্তে রাজ ক্ষমতার প্রভূত অংশ অর্পিত হইয়াছিল। বাদসাহগণ নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, জমিদার যথেচ্ছাভাবে নিজ এলাকার শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। বেতনভোগী কর্ম্মচারীদ্বারা কৃষকের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত, জমিদারের সহিত তাহার ইজারা বন্দোবস্ত হইল। জমিদার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন, গড় নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য সেনাপতি রাখিয়া রাজার হালে বাস করিতে লাগিলেন। কৃষকের সহিত দেশের প্রকৃত রক্ষক রাজশক্তির সম্বন্ধ লুপ্তপ্রায় হইল, রাজস্ব সংগ্রাহক জমিদারই কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। এই জায়গীর ও জমিদারী প্রথা ভারতের মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের একটী প্রবল ও প্রধান কারণ। কত জায়গীরদার ও জমিদার বাদসাহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সময় ও সুযোগ পাইয়া তাঁহাদেরই কতজন পতনোন্মুখ মুসলমান রাজত্বের ধ্বংস স্তূপের উপর নিজ নিজ

সৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দিল্লীর বাদসাহের বিচ্ছিন্ন অংশ লইয়া কত জায়গীরদার ও জমিদার নিমকহালালির পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া নাম করিয়া আর সেই সকল অপ্রিয় সত্যের ঘোষণা করিতে চাই না। হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলাকে যাঁহারা সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন তাঁহারা কে, কৃষক না জমিদার? বাঙ্গালার বারভূঁইয়া, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি জমিদারগণ দিল্লীর হতশ্রী মুসলমান রাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারগণের শাসন জন্য মুসলমান বাদসাহগণকে সামান্য বেগ পাইতে হয় নাই, অনেক অর্থ ব্যয় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র জাতির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী বোধ হয় এই সকল কারণে জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসন বিবরণী পাঠে জানা যায়, তিনি তদীয় নবগঠিত রাজ্যে জমিদারী প্রথা প্রচলন করেন নাই।

যাহা হউক মুসলমান শাসন সময়েই যে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও সেই প্রথা বজায় রাখিয়াছেন; তাঁহারা যখন দিল্লীর বাদসাহের নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তখন হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত রাজস্ববিভাগে মুসলমানী প্রথার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তবে মুসলমান আমলে অথবা ইংরাজ শাসনের আরম্ভকালে জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে জমিদারী নূতন বন্দোবস্ত হইত। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাহাদুর দেখিলেন এই অস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তিনি সেইজন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার জমিদারীর দশসালা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাই চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। উক্ত দশসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত

হইল। বাঙ্গালার জমিদারগণ জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব ও স্বামীত্বলাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন : কেবল "সূর্য্যাস্ত বিধান" প্রতিপালন করিতে পারিলে তাঁহাদের আর কোন উদ্বেগ নাই। সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পবিত্র চুক্তিমূলে আজ তাঁহারাই বাঙ্গালার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ইংরাজজাতি ন্যায়-পরায়ণ বলিয়া জগতে বিখ্যাত কিন্তু তাঁহারা ভারতের অবস্থা তখনও সম্যক অবগত হইতে পারেন নাই, তাই বঙ্গীয় কৃষকের দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান দিক প্রজার অংশটা অপূর্ণ পঙ্গুবৎ রহিয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন নাই লর্ড কর্ণওয়ালীশ বাহাদুরের মনেও বোধ হয় এ কথার উদয় হয় নাই যে বাঙ্গালার কোটি কোটি কৃষককে জমিদারের ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু জমিদারের সহিত কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ অথবা উর্দ্ধ সীমা নির্দ্ধারিত হইল না। একদিকে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব চিরনির্দ্দিষ্ট, অপরদিকে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির সুযোগ অসীম। ইহা কেবল হতভাগ্য বঙ্গীয় কৃষককুলের ভাগ্যলিপির অপূর্ব্ব নিদর্শন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিবরণ পাঠে জানা যায় জমিদারগণকে গড়ে প্রতি একরে ৸৹ আনা অর্থাৎ বিঘাপ্রতি প্রায় ।৹ আনা রাজস্ব দিতে হয়। আর তাঁহারা কৃষকের নিকট গড়ে বিঘা প্রতি ১।৹ টাকার ন্যূন খাজনা আদায় করেন না। ইহা খাস জমিদারের সহিত খাস কৃষকের খাজনার গড় পড়তা। এতদ্ভিন্ন পত্তনী, দরপত্তনী, সেপত্তনী, কায়েমী, মৌরসী মোকররী প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব আছে, সেখানে এই নিয়মের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সেগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলেও দেখা যায়, জমিদার প্রজার নিকট গড়ে ৫।৬ গুণ খাজনা আদায় করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের খাজনা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

হইতেছে, ইহার পরিণাম ভাবিয়া কৃষককুল আকুল। সত্য বটে কৃষক জমিতে সোনা ফলাইতেছে, সত্য বটে এক বিঘা জমিতে ৪০।৫০ টাকার ফসল উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু তাহাতে কৃষকের শরীরের রক্ত কতখানি আছে তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে? নিদাঘের প্রচণ্ড আতপ তাপে যখন পৃথিবী ঝলসিয়া যায়, যখন জমিদার শিমলা, দার্জ্জিলিঙ্গের হৈম শিখরের বিলাস-নিকেতনে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের নিচে বসিয়া বরফ গোলাপ পানেও ছটফট করিতে থাকেন, তখন কৃষক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে বেষ্টিত হইয়া ধূ ধূ পাথারে অগ্নিবৎ বালুকারাশির উপর কাজ করে। যখন বর্ষার প্রবল বারিধারায় দেশ ডুবিয়া যায়, যখন বিলাসী ধনবান কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমনাগমন কষ্টকর মনে করেন, তখন কৃষক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া মাথার উপর অবিরাম বারিপাত উপেক্ষা করিয়া ধান্য ও কোষ্টা আবাদ করে। যখন পৌষ মাসের হাড়ভাঙ্গা শীতে শাল দোশালা গায়ে দিয়া গরম প্রকোষ্ঠে গরম বিছানায় জমিদারের অসুখ বোধ হয়, তখন কৃষক সামান্য বস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়া হিম ও শীতের মধ্যে অম্লান-বদনে শস্যক্ষেত্রে কার্য্যে রত থাকে। এই অক্লান্ত পরিশ্রমে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া কৃষক বুকের রক্ত দিয়া রত্নগর্ভা বসুন্ধরার বুক চিরিয়া যে রত্ন লাভ করে কৃষকই তাহার হকদার, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য তাহার সামান্য অংশই কৃষকের ভোগে আসে। দেশের প্রকৃত রক্ষক যিনি কৃষককে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেছেন, কৃষকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইজ্জত, হুরমত—ধনপ্রাণের ভার লইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কৃষকের উৎপন্ন আয়ের সামান্য অংশই গ্রহণ করেন, তাহাও আবার চির নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু দেশরক্ষক গবর্ণমেণ্ট ও দেশের পালক কৃষকের মধ্যবর্ত্তী তহশীলদার-রূপী জমিদারের লাভই সাড়ে ষোল আনা। অথচ এই জমিদারী প্রথার

উচ্ছেদ করিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা হইলে কোন অসুবিধা নাই, কৃষককুলও অনেক অন্যায় উৎপীড়ন ও অতিরিক্ত খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল সকল এ কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। যদি কৃষকের খাজনা বৃদ্ধির একটা উর্দ্ধ সীমা নির্দ্ধারিত হয়, যথা জমিদার যে জমির জন্য যত রাজস্ব সরকারে দেন, প্রজার নিকট তাহার ৪ গুণের অধিক দাবী করিতে পারিবে না। তাহা হইলেও জমিদারের অত্যাচারের হস্ত অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইবে, কৃষক প্রজা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি খাজনার দায় হইতে রক্ষা পাইবে।

দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তি বা ছরাছরি জোত বঙ্গীয় কৃষককুলের প্রধান অবলম্বন। এই সর্ব্বস্বধন জোত হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা কৃষকের নাই। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকেও উপযুক্ত নজর দিয়া জমিদারের সেরেস্তায় নাম-জারি করিতে হয়, তাহা না হইলে জমিদার অন্যের নিকট উচিত মূল্যে উহা বন্দোবস্ত করেন। প্রজা নিতান্ত বিপন্ন হইলেও উপযুক্ত মূল্যে রায়তি জোত বিক্রয় করিতে পারে না, কারণ জমিদার সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; ক্রেতার নিকট মূল্যের শতকরা ২০।২৫।৩০ বা স্থলবিশেষে তদূর্দ্ধ নজর না পাইলে জমিতে তাহাকে দখল দেন না, অথবা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ডাক নজরে পত্তন করেন, এস্থলে ক্রেতা বেচারার সর্ব্বনাশ। ইহাতে কত ফৌজদারি দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া কৃষক-কুল সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে এবং কতজন জেলে পচিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দরিদ্র কৃষক সেইজন্য বিশেষ দায়ে পড়িলেও উপযুক্ত মূল্যে জোত বিক্রয় করিতে সক্ষম হয় না, অথবা জোত বন্ধক দ্বারা মহাজনের নিকট অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পায় না। অধুনা সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দখলি স্বত্ববিশিষ্ট রায়তী

প্রবল জমিদারের আঁতে ঘা পড়িবে, সুতরাং তাঁহারা ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের এই শুভ উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জমিদার প্রবল তাঁহাদের জমিদার সভা হইতে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষিত অনেক সংবাদপত্র সম্পাদক ও গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ দরিদ্র কৃষকের হিতৈষী সাজিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কৃষকের কত পুরাতন বন্ধু, কত শুভাকাঙ্ক্ষী তাই অযাচিত ভালবাসায় গলিয়া তারস্বরে বলিতেছেন, "কৃষককুল! সাবধান, গবর্ণমেণ্টের নিকট জোত হস্তান্তরের স্বত্ব চাহিও না, তাহা হইলে রাক্ষসসদৃশ ঐ লোলুপ মহাজনগণ তোমাদের জোতগুলি একদিনেই গিলিয়া ফেলিবে, ভিটাছাড়া করিয়া তোমাদিগকে চা-বাগানে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় চালান দিবে, খবরদার এমন বোকামী করিও না। তোমরা সরল, কূটনীতির মর্ম্ম বুঝিবে কি? জমিদারগণই ত তোমাদিগকে এতদিন ডানার মধ্যে লুকাইয়া রক্ষা করিতেছেন, হস্তান্তর প্রথা নাই বলিয়াই তোমাদের জোতগুলি এতদিনও বাঙ্গলার শ্যামলমাঠে দেখা যাইতেছে, নতুবা এতদিন ওগুলি কোথায় উড়িয়া যাইত কে বলিতে পারে?" আমরা এই হিতৈষী মহাত্মাগণকে বেশ চিনি, বাঙ্গালার কৃষককুলও আজ বিধাতার অনুগ্রহে ও সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদার শিক্ষায় এই শ্রেণীর ভণ্ড তপস্বীর কারসাজী বুঝিতে একেবারে অক্ষম নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দরিদ্র কৃষকের মর্ম্মবেদনা জানাইবার উপযুক্ত সুযোগ কোথায়? কৃষকের মধ্যে আজিও সমবেত শক্তি গঠিত হয় নাই, তাহাদের কোন পত্রিকা বা প্রচারক নাই। রাজদরবারে কোন প্রতিনিধি নাই, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করেন তাহা হইলেই মঙ্গল, কিন্তু তাহাতেও বাধা বিঘ্ন বিস্তর। কারণ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বজ্ঞ নহেন, যেরূপ ভাবে তাঁহাকে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কৃষকের এই বিষম অসুবিধা দূর [illegible]

কৃষকের স্বার্থ দলিত হইবার আশঙ্কা। কারণ তেলা মাথায় সকলেই তেল ঢালে, দরিদ্রের কথা কেউ কয় না। দেশের অধিকাংশ সভাসমিতি, সংবাদপত্র, বক্তা নেতা প্রভৃতি প্রবল জমিদারেরই অনুগৃহীত, আশ্রিত বা অনুরক্ত। দেশীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীও অনেকে জমিদার বা জমিদার শ্রেণীর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় অন্তরঙ্গ। সুতরাং কৃষক দাঁড়াইবে কোথায়, আশ্রয় লইবে কাহার নিকট ?

যাহা হউক, রায়তী জোতের হস্তান্তর প্রথা প্রচলিত হইলে বঙ্গীয় কৃষকের যে অশেষ উপকার হইবে নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ জোতই কৃষকের সর্ব্বস্ব ধন, সে নিতান্ত নিরুপায় না হইলে সেই জোত বিক্রয় বা হস্তান্তর করে না, সুতরাং হস্তান্তর প্রথা প্রচলিত হইলেই যে কৃষকের সমস্ত জোত মহাজন বা ধনবানের কুক্ষীগত হইবে এরূপ আশঙ্কা মূল্যবিহীন। আর বর্ত্তমানেও যদি ঐরূপ জোত ক্রয় বিক্রয় প্রথা না থাকিত, জমিদারগণও যদি সেলামির লোভ সম্বরণ করিয়া ক্রেতাকে আদৌ দখল না দিতেন, তাহা হইলে হিতৈষী-গণের হিতোপদেশ মানিয়া লইতাম, জমিদারকেও কৃষকের প্রকৃত মুরব্বী মনে করিতাম। কিন্তু রায়তী জোত ক্রয় বিক্রয় ত অবাধেই চলিতেছে, প্রত্যহ রেজেষ্টরী আফিস সমূহে শত শত জোত বিক্রয় কবলা রেজেষ্টরী হইতেছে। কেবল ক্রেতা ও বিক্রেতাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে মাত্র। ইহারা উভয়েই কৃষক। জমিদারের নজর, আমলা মহুরীর তহুরি আদি দিতে পারিলে ক্রেতা বেচারী উদ্ধার পায়, বিক্রেতাকে সামান্য মূল্য লইয়াই তাহার জীবিকার অবলম্বন চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে হয়। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট সত্বর এই কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়া দরিদ্র সরল রাজভক্ত কৃষক-কুলকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।

কৃষক নিজের জোতে বৃক্ষ রোপণ করে সন্তানের ন্যায় পালন করে ;

স্বহস্তে রোপিত সযত্নে পালিত সেই বৃক্ষের উপর তাহার কত মমতা সে ছেলে মেয়ে লইয়া বৃক্ষের অমৃত সম ফল উপভোগ করে, তাহার ছায়া-শীতল ক্রোড়ে নিদাঘ তাপিত শ্রান্ত দেহ ঠাণ্ডা করে, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ জমিদারের ভৃত্য কুঠার হস্তে নির্ম্মম ঘাতকের ন্যায় সেই সাধের, সেই যত্নের বৃক্ষটী কর্ত্তন করিয়া লইয়া গেল। কৃষক অশ্রুপূর্ণলোচনে তাকাইয়া রহিল, ছেলে মেয়েরা কাঁদিয়া আকুল হইল। কৃষক ঐ বৃক্ষের কেহ নহে উহা জমিদারের সম্পত্তি। প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকের এই মুখের গ্রাস রক্ষা করে না। "দেশাচার" বলিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট বিধি কৃষকের এই দুঃখের মুল। কোন কোন স্থানে দেশাচার প্রথায় বৃক্ষের উপর কৃষকের স্বত্ব থাকিলেও প্রবল জমীদার পাকে প্রকারে সে দেশাচার উঠাইয়া দিয়াছেন। কারণ জমিদার নানা কৌশলে কুটিলতাপূর্ণ কবুলিয়ত লইয়া কৃষকের অনুকূল দেশাচারের মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কৃষক বিশেষ আবশ্যকবশতঃ একটী বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে আর রক্ষা নাই, জমিদারের ভীষণ কোপানলে পতিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

আমরা উপরে স্বধু খাজানার উল্লেখ করিয়াছি, কেবল খাজানা দিয়াই কৃষকের নিস্তার নাই। আবুয়াবের বাজে খাজানার জ্বালাতেই কৃষক আরও অস্থির আরও বিব্রত, তবু খাজানার একটা পরিমাণ আছে, খাজানা দিয়া চেক দাখিলা পাওয়া যায়, বাজে করের পরিমাণও নাই চেক দাখিলা কি রসিদও নাই। অথচ কৃষককে প্রতি বৎসর ইহা যোগাইতে হয়। ইহা রোড সেস প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত অঙ্ক নহে, জমিদার ও জমিদারের আমলা গোমস্তার বাজে অত্যাচার ইহার পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। খাজানার উপর টাকা প্রতি ।০ আনা ।/০ আনা হইতে ๗০ আনা ৸৵০ আনা এমন কি স্থলবিশেষে এক টাকা বাজে জমা দিতে হয়। জমিদারের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে, অট্টালিকা নির্ম্মাণে, হাতী ঘোড়া

গাড়ী খরিদ বাবতে, ভিক্ষা সেলামীত লাগিয়াই আছে। ফকির বৈষ্ণবকে এক মুষ্টি চাউল দিয়া কৃষক বিদায় করিতে পারে, কিন্তু জমিদার ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করা দরিদ্র কৃষকের সাধ্যাতীত, জমিদার ভিক্ষুকের বিশাল ঝুলি কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

সেকাল আর একাল অনেক প্রভেদ, সকল বিষয়েই প্রভেদ। সেকালের জমিদারের জুলুম জবরদস্তি ছিল না, আমরা একথা বলিতেছি না। কিন্তু সেকালের জমিদারের সহিত কৃষকের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা ভক্তি ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতা। জমিদার সময়ে কৃষকের প্রতি অত্যাচার করিলেও সময়ে স্নেহ ভালবাসা দ্বারা তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিতেন। সেকালের জমিদার পল্লীভবনে কৃষকবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান করিতেন, বিপদে আপদে কৃষকের তত্ত্ব লইতেন, মসজিদ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কৃষকের ধর্ম্ম চর্চ্চার সহায় হইতেন। পুষ্করিণী দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহাদের জলকষ্ট নিবারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মৌলবী মুন্সী, কবি, শিল্পী, গুণবান ব্যক্তির সম্মান করিয়া ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ, নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। সুতরাং সরল কৃষক তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে না কেন? আর একালের জমিদার প্রায় সকলেই পৈতৃক গ্রাম্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সহরের বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকাণ্ড ভবন শৃগাল কুকুরের বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে, মসজিদ মন্দিরের আজানধ্বনি ও শঙ্খ-নিনাদ নীরব হইয়াছে, তাঁহারা নামাজ রোজা, সন্ধ্যা আহ্নিক বিসর্জ্জন দিয়া গার্ডেন পার্টি, ইভিনিং পার্টি, বল নাচ, থিয়েটারের আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ পূজায় রাশি রাশি অর্থশ্রাদ্ধ করিয়া একটা খেতাবের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। আরও কত কি ভাবে ছি ছি বলিতে ঘৃণা হয়, আত্মসম্মান আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। কৃষকের সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আর নাই। তাঁহার নিয়োজিত ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তাই এক্ষণ কৃষকের হর্ত্তাকর্ত্তা। জমিদার প্রভু কখন ঢাকায়, কখন কলিকাতায়, কখন দার্জ্জিলিং, কখন শিমলায় থাকিয়া হুকুম পাঠাইতেছেন, তার দিতেছেন "চাই টাকা," "শীঘ্র পাঠাও" "তারে পাঠাও" কামধেনু কৃষক ত মজুতই আছে। বলা বাহুল্য, সকল জমিদারই যে এই প্রকার সকলেই যে প্রজাপীড়ক তাহা নহে, এখনও বাঙ্গালাদেশে উন্নত হৃদয় প্রজাবৎসল আদর্শ জমিদার আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প অত্যাচারীর সংখ্যাই অত্যধিক।

এতক্ষণ পরে পাঠকের সহিত জমিদারের আমলা বাবুদের সাক্ষাৎ হইল। "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত" এ কথাটী এখানে বেশ খাটে। জমিদারের সহিত কৃষকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনেক স্থলেই প্রায় নাই। কারণ তাঁহারা এখন অনেকেই তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যাত্মা সহবাসে থাকেন। সমস্ত ভার আমলাদের উপর, তাঁহারাও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে মজবুত। যে কোন প্রকারে প্রভুকে খুসী রাখিতে পারিলেই হইল; জমিদারীর কর্ত্তা একরূপ তাঁহারাই। তাঁহাদের বেতন কিন্তু মান্ধাতার আমলে যাহা ধার্য্য হইয়াছিল, এক্ষণও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এই কঠোর জীবন সংগ্রামে জমিদারের আমলাগণের তথাপি টাল নাই, তাঁহারা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দু পয়সা সঞ্চয় করিতেছেন। জমিদারের বাজে জমার ন্যায় তাঁহাদের বাজে আয়ও সামান্য নহে। তাঁহাদেরও তহুরী, পার্ব্বণী, ভিক্ষা প্রভৃতি বাজে অঙ্ক চাষাকে বহন করিতে হয়, নতুবা ভিটায় টেকা দায়। জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত কে বিবাদ করিতে চায়? দরিদ্র কৃষক কোন্ ছার! যা হ'ক আমলাগণ পরগাছা মাত্র, তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

জমিদারি প্রথা যখনই এবং যে কারণেই প্রচলিত হউক না কেন, ইহা সুপ্রথা নহে। এইরূপ একটী শক্তিশালী শ্রেণী গঠন দ্বারা রাজশক্তির খর্ব্বতা হইতে পারে; প্রজার সহিত রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। রাজভক্ত দরিদ্র কৃষককুল উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের একজন প্রজা এবং জমিদারের একজন প্রজাকে প্রশ্ন করিলে এ বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। খাস মহালের প্রজা কখনই জমিদারের প্রজা হইতে স্বীকার করিবে না; কারণ গবর্ণমেণ্টের প্রজা বলিয়া তাহার একটা আত্মগরিমা ত আছেই, তাহা ছাড়া তাহার সুবিধাও অনেক। জুলুম জবরদস্তি ত নাই।

অনায়াসলব্ধ পৈতৃক চিরস্থায়ী সম্পত্তি পাইয়া জমিদারগণ প্রায় অলস বিলাসী ও আত্মোন্নতি সাধন বিমুখ হইয়া উঠেন। তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের সম্পত্তির ধ্বংস নাই সুতরাং তাঁহারা পরিশ্রম, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইতে পারেন না। জীবন সংগ্রামে কঠোরত না থাকিলে স্বভাবতঃ মানুষের অনেক সদ্‌গুণ বিকাশ পায় না। আমরা সেই জন্য জমিদারগণের মধ্যে কর্ম্মী পুরুষের অভাব দেখিতে পাই। বাঙ্গালার মোটা মোটা মূলধন প্রায় এই বিশেষ লাভজনক জমিদারী ব্যবসায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। এখানে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই লোক জমিদারী ক্রয় করিতে উৎসুক হয়। কারণ তাহাতে স্থায়ী সম্মান এবং লাভ দুইই আছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় উচ্চাঙ্গের ব্যবসায় বাণিজ্য প্রায় নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণীর বণিকগণের হস্তগত, কারণ তাঁহারা বাঙ্গালীর ন্যায় জমিদারীপ্রিয় নহেন।

মহাজন।

বঙ্গীয় কৃষকের প্রতি অপর একদল অত্যাচারী মহাজন। নির্ব্বোধ কৃষক সুধু উপার্জ্জন করিতে জানে, তাহার উৎপন্ন মূলধন পাঁচজনে লুটিয়া

খায়, সে সঞ্চয় করিতে জানে না এবং পারেও না। যখন অনাটন ঘটে তখন মহাজনের দ্বারস্থ হয়, টাকা প্রতি মাসিক ৴১০ হইতে ৶০ আনা পর্য্যন্ত সুদে মহাজনের নিকট সে কর্জ্জ লয়, সেই সুদ আবার স্থলবিশেষে চক্রবৃদ্ধি হিসাবে বাড়িতে থাকে। অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন না হইলে এই দুরন্ত কুসিদ ব্যবসায়ী সাইলকের হস্ত হইতে কৃষকের উদ্ধার পাওয়া ভার। মহাজন অনেক স্থলেই কৃষকের জীবিকার অবলম্বন জোতটুকু রেহেনে আবদ্ধ না করিয়া কর্জ্জ দেয় না, ক্রমে সুদে আসলে বৃদ্ধি হইয়া যখন সেই দেনা পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে, তখন মহাজন অনায়াসে তাহার জোত বাড়ী হস্তান্তর করিয়া ফেলেন। ইহার পর ওয়াশীল ছাঁট জাল প্রবঞ্চনারও অভাব নাই। এইরূপে কুসীদ ব্যবসায়ীদের হস্তে কত কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী।

সুদ ব্যবসায়ী মহাজনদের অত্যাচার হইতে কৃষককে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে সুদের অতি সামান্য হার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সংস্থষ্ট বলিয়া এই ব্যাঙ্ক স্থায়ী ও বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইতেছে। এই কৃষকবন্ধু কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের শত্রুও কম নহে, প্রথমতঃ কুসীদজীবি মহাজনগণ আপনাদের অন্ন সংস্থান বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ ছল ও কৌশলে গরিব কৃষকগণের নিকট অযৌক্তিক ভীতিপ্রদ বাক্যে ইহার কুফল ঘোষণা করিতেছে। নিরক্ষর কৃষককুল মহাজনগণের কথা সরল ভাবে গ্রহণ করিয়া এদিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছে না। যাহা হউক, মহাজনগণের এইরূপ ভিত্তিহীন বাক্য বেশীদিন টিকিবে না, কারণ গবর্ণমেণ্ট ইহার পশ্চাতে হাইল ধরিয়া আছেন।

দ্বিতীয় দল আমাদের সমাজচালক মৌলবী মুন্সী সাহেবগণ সুদ হারাম এই দোহাই দিয়া তাঁহারা লোককে এই দিকে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না। তাঁহারা তলাইয়া বুঝিতেছেন না, সুদ দিতে দিতে যে দরিদ্র কৃষক-কুল বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। সুদ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে চাইনা তবে এই পর্য্যন্ত বলি যে যেখানে সুদ দেওয়া ও লওয়া উভয়ই দূষণীয় সেই স্থলে অত্যধিক সুদ দিয়া সর্ব্বস্ব হারান অপেক্ষা সামান্য সুদে ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া আত্মরক্ষা করা কি অধিকতর অধর্ম্ম ? আশা করি সমাজচালক মৌলবী সাহেবগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সকল কাজই দেশ কাল পাত্র ভেদে হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী প্রায় কৃষক। সংখ্যায় শতকরা ৮৫এর অধিক বলিতে গেলে কৃষক যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অংশ লইয়াই জমিদার, মহাজন, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি অপর শ্রেণীর লোকেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াই ভিন্ন দেশ হইতে যা কিছু অর্থ সমাগম হয়। পুর্ব্বে আমরা জমিদার ও মহাজনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি তদ্ভিন্ন অনেকে সরল কৃষককে মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া দুটা মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া অথবা মাথায় হাত বুলাইয়া সময় সময় কিছু আদায় করে। কৃষক কামধেনু স্বরূপ যে যত পারে দোহন করে তথাপি কৃষক টিকিয়া আছে সংসার সংগ্রামে অনবরত যুঝিতেছে। কৃষকের প্রতি বিধাতার আশীষ করুণাই তাহার কারণ। কৃষিজাত সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। চাউল, দাইল, তরিতরকারি সর্ব্বত্রই দুর্ম্মূল্য সুতরাং কৃষক এত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। নতুবা কৃষকের কি দুর্দ্দশা ঘটিত চিন্তা করিতে কষ্ট হয়। কিন্তু কৃষকের শুভাকাঙ্খিগণ (?) তথাপি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা

রাখিবার জন্য হিতৈষী সাজিয়া অনেক সময় এমন উপদেশ প্রদান করেন যাহা কৃষকের স্বার্থের বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পাটের আবাদের উল্লেখ করিতে পারি। পাটের আবাদের দ্বারা কৃষকের ঘরে বেশ দুটা পয়সা আইসে কিন্তু হিতৈষীদের (?) অনেকের তাহা অসহ্য। তাঁহারা মনে করেন কৃষক যদি পাটের আবাদ উঠাইয়া দিয়া অথবা যৎ-সামান্য রাখিয়া অধিক পরিমাণে ধান্যের আবাদ করে তাহা হইলে তাহারা সস্তায় চাউল পাইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তটী ভুল, কারণ কৃষকগণ ধান্যের আবাদ উপেক্ষা করিয়া পাটের আবাদ করে না পাটের জমিতে ধান্যও প্রচুর জন্মে অথবা যে সকল জমিতে ধান্য হইবার সম্ভাবনা নাই তদ্রূপ জমিতে তাহারা পাট আবাদ করে; উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে বাজার সস্তা হইবে অবাধ বাণিজ্যের দিনে তাহাও আশা করা যায় না। দেখা যায় কোন কোন বৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিলেও তাহার দর সস্তা হয় না, রেলওয়ে প্রভৃতি বিস্তারে বিদেশে রপ্তানির আধিক্য প্রভৃতি কারণে এরূপ ঘটিতেছে, অতএব দরিদ্র কৃষক পাটের আবাদ করিয়া বিদেশ হইতে অন্ততঃপক্ষে কিছু অর্থ আনয়ন করিতে পারে তাহাতে আপত্তি কেন?

আমাদের দেশের কৃষিকার্য্য আবহমান কাল হইতে প্রায় একইভাবে একই প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে কোনরূপ পরিবর্ত্তন কোন উন্নতির উপায় উদ্ভাবন হইতেছে না। ভাগ্যে সোনার ভারত সোনার বাঙ্গলায় আমাদের বাস তাই রক্ষা নতুবা কৃষিকার্য্য দ্বারা আমাদের আহার জুটিত না সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। এদেশের মাটীর এমনি উর্ব্বরতা শক্তি যাহা আবাদ করা যায় তাহাতে সোনা ফলে কিন্তু তাই বলিয়া কৃষির উন্নতির চেষ্টায় বিরত থাকা উচিত নহে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের ... কার্য্যেরই অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইতেছে সভ্য দেশ

সমূহে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর প্রচলন হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয় আমাদের গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে এইরূপ প্রণালী সাধারণ কৃষক সমাজে বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এবং সর্ব্ব সাধারণের সচেষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কৃষকের কু-সংস্কার।

আমাদের দেশে কৃষকের একটা কু-সস্কার আছে যে অমুক আবাদ অমুক জাতি বা পরিবারেই করিতে পারিবে তদ্ভিন্ন অন্য জাতি বা পরিবারে করিলে তাহাদের আর্থিক বা শারীরিক অপকার হইবে এইরূপ কু-সংস্কার বশতঃ অনেক লাভজনক কৃষিকার্য্য হইতে অনেক জাতি বা পরিবার বিরত থাকে। যেমন পানের ব্যবসায় বারুই, তরিতরকারির ব্যবসায় দোকানী ভিন্ন অন্যে করিতে পারিবে না, অবশ্য সকল স্থানে ইহা সমান ভাবে প্রচলিত নাই। কৃষকগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করিয়া এই কু-সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করা অতি আবশ্যক।

বিলাসিতা।

সাময়িক স্রোতে কৃষককুলের মধ্যে আজকাল বিলাসিতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কৃষক সন্তান যে পরণ পরিচ্ছদে, আহার বিহারে এবং বিবাহ আদিতে যেরূপ ব্যয়ে সন্তুষ্ট থাকিত এখন তাহার ৫।৬ গুণ ব্যয়েও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। যে কৃষক ঘুঁসি ও বুন্দির আগুণে থর্ণাল তামাক খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিত সেই কৃষক দিয়াসলাইয়ের আগুণে চুরুট সিগারেটের মায়ায় মুগ্ধ। এক গ্রামে ১ কি ১॥০ টাকায় একজোড়া জুতা দিয়া কৃষকের ভদ্রতা রক্ষা হইত এখন প্রত্যেক ব্যক্তির জুতার জন্য বৎসরে ৬।

টাকা খরচ হইতেছে। চারি আনা মূল্যের বংশ ছাতা বা খাতুল দ্বারা যে কৃষকের আতপতাপ নিবারিত হইত এখন সেইস্থলে ৪।৫ টাকা মূল্যের প্যারামেটার ছাতার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই কৃষককুল বিলাসিতার দিকে ক্রমে অধিকতর অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে যে কৃষক কুলই অধঃপাতে যাইতেছে কেবল তাহাই নহে দেশের অনেক শিল্প লোপ পাইতেছে। শিল্পিগণ আপন আপন শিল্প জাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার স্থান না পাইয়া অগত্যা সেই ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কৃষকের হস্তে পয়সা আসিলেই সে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া শেষে বিশ্বগ্রাসী কুসীদজীবির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অল্প সময় মধ্যেই যথা সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে যাহাতে তাহার এইরূপ অপব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পায় তাগার উপায় নির্দ্ধারণ করেন। কো-অপারেটীভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক কৃষককে এইরূপ অপব্যয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকে। যাঁহারা এই ব্যাঙ্কের সংশ্রবে আসিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক কেমন করিয়া কৃষককুলকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

কৃষি শিক্ষা ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র।

পিতৃ পিতামহাদির সময়ে যে প্রণালীতে কৃষক কৃষিকার্য্য করিত আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতে কৃষি প্রণালীর যে কতরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে দিকে তাকাইলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। কৃষি সম্বন্ধে নিত্য নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার হইয়া কৃষক সমাজ কত উন্নত হইতেছে আর আমাদের কৃষক যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বপন করিতে হয়, কোন সময়ে কোন শস্য বপন করিতে হয়, কোন দেশে কোন নূতন আবাদ হইল, কোন সার কোন শস্যের জন্য কতখানি উপকারী, তাহার কোনটীতেই অভিজ্ঞ নহে। ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ ভাবে কাজ কর্ম্ম করিতেন সেই ভাবেই চলিতেছে কিছুরই পরিবর্ত্তন নাই। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। একথা সত্য হইলেও এখনও যথেষ্ট ভাবে তাহার প্রসার করিতে পারেন নাই। তাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা যাহাতে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র কৃষককুলের প্রতি সদয় হইয়া প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কৃষককুলকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। দেশের শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তিরও এবিষয়ে অগ্রসর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গোজাতির রক্ষার উপায়।

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণ মাঠ বর্ত্তমান ছিল শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে জমির আদর বাড়িয়া যাওয়ায় জমিদারগণ উচ্চ হারে ঐ সকল জমি প্রজাদের মধ্যে পত্তন করিয়া ফেলাইতেছেন। এখন আর কোন গ্রামে এক ছটাক জমিও গোচারণ জন্য বর্ত্তমান নাই, পূর্ব্বে যে সকল রাজ-পথ বর্ত্তমান ছিল তাহাতেও অনেক গরুর আহারের সংস্থান হইত। এখন আর সেই সকল রাজপথও নাই সকলই কৃষি ভূমিতে পরিণত হইয়াছে সুতরাং গো জাতি রক্ষার এক মাত্র উপায় পোয়াল খড়ের উপর নির্ভর করে, কাজেই লোকে আর অধিক সংখ্যক গরু পুষিতে পারিতেছেনা সুতরাং কৃষি কার্য্যের প্রধান সহায় গোবংশ ক্রমে নির্ম্মূল হইতে চলিতেছে দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন দ্রব্য মানব শরীরের জন্য একটী উপাদেয় খাদ্য, গো জাতির

প্রতিপালনের কোন উপায় না থাকায় আর কেহ গাভী পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, সুতরাং আর দুগ্ধাদিও পাওয়া যাইতেছেনা। অনেকের ধারণা যে মুসলমানগণের আহারের জন্যই গোকুল নির্ম্মূল হইতেছে। সে ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বেশ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, এ প্রবন্ধের তাহা উদ্দেশ্য নহে সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। যাহা হউক যাহাতে গ্রামে গ্রামে গোচারণ মাঠ পুনঃ প্রতিষ্টিত হয় তজ্জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রত্যেক দেশহিতৈষী জ্ঞানী ব্যক্তির চেষ্টা করা অতি আবশ্যক।

আইন সভায় মেম্বর।

দেশে যে আইন কানুন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, প্রজাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয় সুতরাং প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রজার মতামত লইয়াই আইন কানুন প্রণীত হইয়া থাকে এই কারণেই বিলাতী পার্লিয়া-মেণ্ট এবং কমন্স সভাদির সৃষ্টি। কিন্তু এই দেশে সেইরূপ কোন প্রথা প্রচলিত নাই যে আইনের ফল প্রজা ভোগ করিবেন সেই আইন রাজাই প্রণয়ন করিবেন ইহাই এদেশের চিরন্তন প্রথা। ন্যায়বান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই কুপ্রথা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি যদিও এদেশে গবর্ণমেণ্টের আইন সভায় দেশীয়দের মতামত লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন কিন্তু সেই সভায় দেশের কোন শ্রেণীর লোক প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়াছে? ব্যবসায়ী, জমিদার, টি প্লানটার প্রভৃতি হোমরা চোমরাগণ আইন সভায় আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ পোনর আনা লোক কৃষককুলকে কি সে অধিকার দেওয়া হইয়াছে? আইন সভায় প্রজা-স্বত্বাধিকারী সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে জমিদারের প্রতিনিধি অবাধে

তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন। কৃষকেরত কোন প্রতিনিধি নাই সুতরাং কৃষকের অসাক্ষাতেই এক তরফা ভাবে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

কৃষক সম্মিলনী।

আমাদের দেশে কৃষক সম্মিলনী বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন সভার অস্তিত্ব ছিল না সুতরাং কৃষকদের দুঃখ কাহিনী রাজার কর্ণগোচর করে, এমন কেহই নাই। কোন একটা কৃষক-সম্মিলনী থাকিলে প্রতি বৎসর বঙ্গের কৃষকগণ তথায় একত্রিত হইয়া আপনাদের অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক তাহার একটা প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে সুতরাং আমাদের যে একটা কৃষক সম্মিলনী থাকা একান্ত প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্য বশতঃ আমরা যে কৃষক সম্মিলনীতে অদ্য সমবেত হইয়াছি যাহাতে সেটি দীর্ঘজীবী হয় আমাদের সকলেরই তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অর্থের অভাব নাই কারণ আমরাই দেশের সমস্ত লোকের অভাব মোচন করিয়া থাকি অথচ অর্থের অভাবে আমাদেরই সভা যদি পণ্ড হইয়া যায় তবে আর আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষক সন্তানগণ লেখা পড়া শিখিয়া যখনই উপযুক্ত হইয়া বাহির হন তখনই তিনি আর আপনাকে কৃষক সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে রাজি হন না। আপনাকে বোগদাদ সরিফের হারুন-অল-রসিদের অথবা হজরৎ জয়নাল আবদিনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বংশাবলী রচনা করিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে থাকেন ইহা দেশের ও কৃষককুলের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব। শিক্ষিত কৃষক সন্তান! তোমরা সাবধান হও; কৃষিকার্য্য অপমানজনক নহে—বরং

জাল-জুয়াচুরি প্রশ্রয়দাতা ভদ্রবেশধারী ব্যবসায় অপেক্ষা যে ইহা সম্মানজনক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা সম্মানজনক—তাহা করিতে আর লজ্জা কি, বরং শিক্ষিত কৃষক সন্তান যদি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন তিনি অধিকতর সম্মানিত ও লাভবান হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। /

মহোদয়গণ! আমাদের কথা শেষ হইয়াছে। আবার আমি আমাদের অক্ষমতা ও ত্রুটী এবং আপনাদের কষ্টের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি! আশা করি আপনারা আমাদিগকে আমাদের ত্রুটীর জন্য ক্ষমা করিয়া সভাপতি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করুন। নিবেদন ইতি।—

সভাপতি নির্ব্বাচন।

প্রস্তাব:—

"সঞ্জীবনী" সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক।—মৌলবী তজিজউদ্দিন আহম্মদ বি, এল, উকীল;

গাইবান্ধা।

সমর্থক।—শ্রীনরেন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত বি, এল।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সভাপতির পদে বরিত হইয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম।

বগুড়ায় বঙ্গীয় জোতদার ও রায়ত সভা।

সভাপতি রায়ত কনফারেন্সে রায়ত না দেখিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। রায়তদের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর সুতরাং তাহারা কন্‌ফারেন্সে আসিবে, ইহা আশা করাই বিড়ম্বনা। এই প্রচণ্ড নিরক্ষরতার জন্য সমস্ত দেশ দায়ী।

এই কনফারেন্স নিরক্ষরতার [illegible]

প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা অতি সুসংবাদ। দেশের সমস্ত লোক যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তবে এমন কোন গ্রাম থাকিবে না যেখানে পাঠশালা নাই, এমন কোন বালকবালিকা থাকিবে না যাহারা লেখাপড়া জানে না।

জলাভাব দেশের এক মহা দুঃখের কারণ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গ্রাম পত্তন করিবার সময় ভূম্যধিকারী গ্রামবাসীর পানের জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেন। যে সকল প্রাচীন পুষ্করিণী মজিয়া গিয়াছে, ভূম্যধিকারী আর তাহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। প্রজা চাই কিন্তু তাহার পানের জলের ব্যবস্থা নাই, ইহা অতি অস্বাভাবিক ব্যাপার। যিনি গ্রামের মালীক হইবেন, তাঁহার গ্রামের লোকদের পানের জন্য জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করা উচিত।

ম্যালেরিয়া এদেশ লোকশূন্য করিল। মানুষ যদি চেষ্টা করে, তবে ম্যালেরিয়া দূর করিতে পারে। ম্যালেরিয়া মানুষের পোষিত ব্যাধি।

কৃষি ও শিল্প সম্পদ লাভের প্রধান উপায়। কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য উৎকৃষ্ট গরু চাই। কিন্তু বাঙ্গালার গরুর সংখ্যা ১৯১২ সাল হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে শতকরা ২॥ টা কমিয়া গিয়াছে। গোচর না থাকাতেই গরুর খাদ্যাভাব হইয়াছে, সুতরাং গরুগুলি দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ভূম্যধিকারী কৃষককে শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি পত্তন করিতেছেন কিন্তু যে গরুর সাহায্য ভিন্ন কৃষি কার্য্য অসম্ভব, তাহার আহারের উপায় বন্ধ করিয়া দিতেছেন। প্রত্যেক ভূস্বামীকে প্রতি গ্রামে গোচর রাখিতে বাধ্য করা উচিত।

প্রাচীন শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দা, কুড়াল, কোদাল গ্রামের লৌহ কর্ম্মকার প্রস্তুত করিত, এখন উহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হই-

তেছে। গ্রাম্য কর্ম্মকার ঘটি, বাটী প্রভৃতি গৃহস্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিত, এখন এলুমিনিয়াম বা এনামেলের দ্রব্যের আমদানি হওয়াতে গ্রাম্য কর্ম্মকার অনাহারে ক্লেশ পাইতেছে।

সামাজিক কঠিন রীতির আঘাতে ধোপা, নাপিত, সূত্রধর, মালী প্রভৃতি বিবাহ করিতে না পারিয়া নির্ব্বংশ হইতেছে। বাঙ্গলার গ্রামগুলি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতেছে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হইতেছে, সুতরাং যদি মৃত্যুকে নিয়মাধীন করা না হয় তবে এমন দিন আসিবে যখন এদেশের অনেক স্থানে মানুষের মুখ দেখা যাইবে না।

সভাপতি অবশেষে সরলভাষায় প্রজাস্বত্ব আইনের মূল উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন তিনি বলেন, সর্ব্বত্রই এই কথা শুনা যায় যে নূতন আইনের দ্বারা প্রজার সর্ব্বনাশ হইবে। কে এই অসত্য কথা প্রচার করিতেছে, তাহা জানি না। কিন্তু রায়তদের জানা উচিত যদি নূতন আইন হয়, তবে প্রজার অনেক ক্লেশ দূর হইবে।

প্রজার প্রধান ও প্রথম ক্লেশ এই যে, যেখানে দেশাচার নাই সেখানে রায়ত ভূম্যধিকারীর বিনানুমতিতে জমি বিক্রয় করিতে পারে না।

আইনের নূতন খসড়ায় প্রজাকে এই অধিকার দেওয়া হইতেছে যে ভূম্যধিকারীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়াও দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহা যে রায়তের পক্ষে হিতকর ব্যবস্থা তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূম্যধিকারীকে মূল্যের শতকরা ২৫ টাকা কিম্বা খাজানার ৬ গুণ নজর দিতে হইবে।

জমিদার যদি ইচ্ছা করেন, তবে ঐ জমির মূল্য ও তাহার উপর শতকরা ১০ দিয়া বিক্রীত জমি ক্রয় করিতে পারেন। ইহা অহিতকর হইলে সকলে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন।

তাহার হিসাব জমিদার সরকার হইতে অনেক সময় পায় না। খসড়া আইনে সমস্ত হিসাব দিতে জমিদারকে বাধ্য করা হইয়াছে।

রায়তের তৃতীয় দুঃখ এই যে জমিদার যদি খাজানা না লইয়া রায়তকে জব্দ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রায়ত বড় বিপন্ন হয়।

খসড়া আইনে এই বিধান করা হইয়াছে যে প্রজা মনিঅর্ডার করিয়া খাজানা পাঠাইতে পারিবে।

রায়তের চতুর্থ দুঃখ এই যে প্রয়োজন হইলেও সে নিজ বাটীর ফলবান বা মূল্যবান গাছ নিজ প্রয়োজনে কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারে না। খসড়া আইনে রায়তকে গাছ কাটিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মূল্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকা জমিদারকে দিতে হইবে।

রায়তের পঞ্চম দুঃখ এই যে সে পুকুর কাটিতে পারে না।

খসড়া আইনে প্রজাকে পুকুর কাটিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

রায়তের ষষ্ঠ দুঃখ এই যে বাকী খাজনার জন্য জমিদার প্রজার পাকা ধান আটক করিতে পারেন।

খসড়া আইনে আটকের নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাহিরবন্ধ ও পাতিলাদহের জোতদারগণের কেহ কেহ ৫০ হাজার টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তির মালীক কিন্তু জমিদার তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারেন।

খসড়া আইনে জোতদারকে ভূমির উপর স্থায়ী অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কোর্ফা প্রজাকে ভূম্যধিকারী যখন ইচ্ছা তখন বাড়ী ঘর ও জমি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

খসড়া আইনে কোর্ফা প্রজাকে দখলী স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে।

সভাস্থ জোতদারগণ নিজে যে অধিকার পাইলেন, কোর্ফা প্রজাকে

হয়ত সে অধিকার দিতে অস্বীকার করিবেন। যদি তাহা করেন, তবে তাঁহারা স্বার্থপর বলিয়া জনসমাজের অবজ্ঞার পাত্র হইবেন।

সভাপতি বলেন যে ভাগ চাষ বা বর্গা প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া খসড়া আইনে বর্গাদারকে কোন কোন অবস্থায় খাজানা প্রদানকারী রায়ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহাতে দেশময় আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। বর্গাদার বিনামূল্যে জমি পাইবে ইহা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইবে না।

সভাপতি বলেন প্রজা যাহাতে সঙ্গতিশালী হয় জমিদারের তাহাই করা কর্ত্তব্য। প্রজা দরিদ্র হইলে জমিদারের খাজানা বন্ধ হয়, জমিদার দরিদ্র হন, সময়ে খাজানা না পাওয়াতে বাঙ্গালার অনেক জমিদারই ঋণভারে পীড়িত হইয়াছেন। প্রজার কল্যাণে জমিদারের কল্যাণ, জমিদার যদি এই সহজ সত্য বুঝিতে পারেন, তবে কখনও প্রজাস্বত্ব আইনের বিরোধী হইবেন না।

সভাপতি লবণকরের সম্বন্ধে যখন বলিতেছিলেন, তখন সন্ধ্যাকালীন নমাজের সময় উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

বেঙ্গল জোতদার ও রায়ত কনফারেন্স।

অধিবেশন স্থান বগুড়া এডওয়ার্ড হল ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯২৩।

প্রেসিডেন্ট বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

——:•:——

১ম প্রস্তাব ঃ—

এই কন্‌ফারেন্স প্রস্তাব করিতেছেন যে, জমিদারের কোন অনুমতি গ্রহণ না করিয়া রায়তকে তাহার জোত অবাধে হস্তান্তর করিবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হউক। জমিদার বিক্রিত মূল্যের উপর শতকরা ২৲ দুই টাকা নামজারীর ফিঃ পাইবেন।

প্রস্তাবক—মৌলবী মোবারক আলী আহম্মদ, উকিল (বগুড়া)।

অনুমোদক— মোঃ এমামবকস মণ্ডল (বগুড়া)।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়া এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া গৃহীত হয় যথা :—

জমিদার কেবল বিক্রিত জোতের খাজানার উপর শতকরা ২৲ দুই টাকা হারে সেলামী পাইবেন। ঐ সেলামীর পরিমাণ ১৲ এক টাকার কম ও ১০০৲ এক শত টাকার বেশী হইবে না।

প্রস্তাবক—বাবু সারদানাথ খাঁ, বি, এল, (বগুড়া)।

অনুমোদক—মোঃ গোলাম জিলানী নূরুল হোসেন কাশিমপুরী।

২য় প্রস্তাব ঃ—

খসড়া আইনে মূল্যের টাকার উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা বেশী দিয়া বিক্রিত জোত জমিদারকে ক্রয় করিবার যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে

প্রস্তাবক—মোঃ বদরউদ্দিন আহম্মদ, ঠাকুরগা (দিনাজপুর)।
অনুমোদক—মোঃ ছালামতুল্লা আহাম্মদ (বগুড়া)।
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)।

৩য় প্রস্তাব ঃ—

এই কন্‌ফারেন্স প্রস্তাব করেন যে, রায়তদিগকে অবাধে সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষাদি কর্ত্তনের ক্ষমতা এবং পুষ্করিণী ইন্দারা প্রভৃতি খনন ও ইষ্টক প্রস্তুত এবং দালানাদি পাকা গৃহ নির্ম্মাণের ক্ষমতা প্রদান করা হউক।

প্রস্তাবক—মোঃ সদরউদ্দিন আহাম্মদ (নদীয়া)।
অনুমোদক—মুন্সী মোহাম্মদ ইস্‌মাইল (বগুড়া)।
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

৪র্থ প্রস্তাব ঃ—

কোর্ফা প্রজাকে তাহার বাস্তু জমীতে দখলীস্বত্ব দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—মুন্সী গোলজার হোসেন সিদ্দিকী (পাবনা)।
অনুমোদক—দেওয়ান মহিউদ্দিন আহাম্মদ (বগুড়া)।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের পর প্রস্তাবটী গৃহীত না হইয়া এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত হয় যথা :—

কোর্ফা প্রজাকে তাহার বাস্তুজমী ও আবাদী জমিতেও দখলীস্বত্ব দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—বাবু পিতাম্বর সরকার, মোক্তার (বগুড়া)।
অনুমোদক—মোঃ গোলাম জিলানী নূরুলহোসেন কাশিমপুরী।

এই প্রস্তাব লইয়া ১ ঘন্টারও বেশী সময় বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

৫ম প্রস্তাব ঃ—

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটীর সীমার মধ্যেও প্রচলিত হউক এবং মিউনিসিপালিটীর মধ্যস্থ বসতবাটীতে প্রজা দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হউক।

প্রস্তাবক—বাবু বসন্তকুমার কর্ম্মকার, উকিল (বগুড়া)।
অনুমোদক—খানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বগুড়া)।
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

৬ষ্ঠ প্রস্তাব ঃ—

বর্গাজমীর উপর বর্গাদারগণের কোন স্বত্ব জন্মিবে না।

প্রস্তাবক—মোঃ ফজলররহমান মিঞা, মোক্তার (বগুড়া)।
অনুমোদক—ডাক্তার আবদুররহমান (রংপুর)।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হওয়ার পর আবদুলজব্বার পাহালোয়ান এম, এল, সি, এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন যথা ঃ—

যাহাদের ১৫০/ বিঘার উপর জমী আছে তাহাদের অধীনস্থ বর্গাদারকে দখলীস্বত্ব প্রদান করা হউক এবং ১৯২২ সনের পরবর্ত্তী খরিদা জমীর অধীনস্থ প্রজাকেও দখলীস্বত্ব দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—মোঃ আবদুলজব্বার পাহালোয়ান এম, এল, সি।
অনুমোদক—মোঃ গোলাম জিলানী নূরুলহোসেন কাশিমপুরী
(অনেক তর্কবিতর্কের পর কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই)

৭ম প্রস্তাব ঃ—

প্রত্যেক গ্রামে গো-চারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি পতিত রাখিতে জমিদারকে বাধ্য করা হউক।

প্রস্তাবক—মুনশী আজিজ উদ্দিন আহাম্মদ (দিনাজপুর)

অনুমোদক—মুন্‌শী আলাউদ্দিন সরকার (বগুড়া)।
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিনাপত্তিতে গৃহীত)

৮ম প্রস্তাব ঃ—

রঙ্গপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইছলামপুর থানার পাতিলাদহ ও বাহারবন্দ পরগণার যে সমস্ত অস্থায়ী মধ্যস্বত্ব জোত ১৯১০ সনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে অথবা তৎপূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দখলী-স্বত্ব বিশিষ্ট জোতস্বত্ব হউক।

প্রস্তাবক—মোঃ আবদুলজব্বার পাহালোয়ান এম, এল, সি (ময়মনসিংহ)
অনুমোদক—মোঃ ফজলরহমান (বগুড়া)
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

৯ম প্রস্তাবঃ—

উক্ত পরগণাদ্বয়ে মধ্যস্বত্ব জোতের হস্তান্তর প্রথা চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব জোতের ন্যায় এবং জমাবৃদ্ধি দখলী স্বত্বের অনুরূপ হউক।

প্রস্তাবক—মোঃ আবদুলজব্বার পাহালোয়ান এম, এল, সি, (ময়মনসিংহ)
অনুমোদক—বাবু ব্রজনাথ দাস (ময়মনসিংহ)
(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১০ম প্রস্তাব ঃ—

বর্ত্তমান খসড়া আইনে হাইব্রিড টেনিওর ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ান-গঞ্জ ও ইছলামপুর থানায় প্রবর্ত্তিত হউক।

প্রস্তাবক—মোঃ আবদুলজব্বার পাহালোয়ান এম, এল, সি, (ময়মনসিংহ)
অনুমোদক—আবদুলকাদের সরকার (রঙ্গপুর)

১১শ প্রস্তাব ঃ—

উঠবন্দী প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিয়া প্রজাকে দখলীস্বত্ব প্রদান করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ জছিম উদ্দিন আহাম্মদ (নদীয়া)

অনুমোদক—মৌঃ আনার উদ্দিন সরকার (রংপুর)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১২শ প্রস্তাব :—

স্রোতস্বতী নদীর জলায় রায়তদিগকে দখলীস্বত্ব দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—বাবু ব্রজনাথ দাস (ময়মনসিংহ)

অনুমোদক—বাবু শ্রীনাথ রায় (বগুড়া)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব কন্‌ফারেন্সে গৃহিত হইল)

১৩শ প্রস্তাব :—

দেবোত্তর, পীরপাল ও ওয়াকফ সম্পত্তিতে খাজানা আদায় জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এজেণ্ট নিযুক্তের নিয়ম করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ গোলাম জিলানী নুরুলহোসেন কাসিমপুরী।

অনুমোদক—বাবু অমৃতলাল কুণ্ডু (বগুড়া)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত)

১৪শ প্রস্তাব :—

পূর্ণ এক বৎসরের খাজানা বাকী না পড়িলে, জমিদার বাকী খাজানার নালীশ করিতে পারিবেন না।

প্রস্তাবক—মুন্‌শী মোহাম্মদ এরাদ মিঞা (রংপুর)

অনুমোদক—মুন্‌শী মফিজউদ্দিন খন্দকার (বগুড়া)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১৫শ প্রস্তাব :—

প্রজা মণিঅর্ডারযোগে খাজানা পাঠাইলে এবং জমিদার তাহা গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিলে, বাকী খাজানার মোকদ্দমায় জমিদারকে কোনরূপ ডিক্রি না দেওয়া হয়।

প্রস্তাবক—মুন্‌শী নজের আলী মণ্ডল (দিনাজপুর)

অনুমোদক—মুন্‌শী গোলজার হোসেন সিদ্দিকী (পাবনা)

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়া নিম্নলিখিত সংশোধনা পেশ হইয়া গৃহীত হয় যথা :—

উক্তরূপ অবস্থায় জমিদার শুধু খাজানার ডিক্রি পাইবেন সুদ এবং ক্ষতিপূরণ ও খরচার ডিক্রি পাইবেন না, পক্ষান্তরে বিবাদী খরচার ডিক্রি পাইবেক।

প্রস্তাবক—খানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

অনুমোদক—বাবু সারদানাথ খাঁ বি, এল।

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১৬শ প্রস্তাব :—

জমিদার অথবা তাহার আমলা প্রজার নিকট হইতে আবুওয়াব গ্রহণ করিলে তাহা পুলিশ ধর্ত্তব্য অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ গিয়াসউদ্দিন আহাম্মদ (বগুড়া)

অনুমোদক—নজিরউদ্দিন আহাম্মদ (দিনাজপুর)

বাদানুবাদের পর এই প্রস্তাব গৃহিত হয়।

১৭শ প্রস্তাব :—

জমিদার যে খাজানা প্রাপ্ত হন, তাহা আদায়ের খরচা বাদ যে লাভ থাকে তাহার এক চতুর্থাংশ প্রজা সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করাইতে বাধ্য করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ গোলাম জিলানী নুরুলহোসেন কাশিমপুরী।

অনুমোদক—মৌঃ রবিউল্লা আহাম্মদ (বগুড়া)

১৮শ প্রস্তাব :—

এই কন্‌ফারেন্স লবণ করের ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে।

প্রস্তাবক—বাবু সারদানাথ খাঁ বি, এল।

অনুমোদক—মৌঃ বসির উদ্দিন আহাম্মদ, (বগুড়া)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১৯শ প্রস্তাব :—

প্রজাস্বত্ব আইন যখন সিলেক্ট কমিটীতে বিবেচিত হইবে, তখন প্রজা পক্ষের অধিকাংশ মেম্বার ঐ কমিটীতে গ্রহণ করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ রইসউদ্দিন তালুকদার (বগুড়া)

অনুমোদক—মৌঃ রজিব উদ্দিন তরফদার (বগুড়া)

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

২০শ প্রস্তাব :—

সেটেলমেণ্ট আফিস সিরাজগঞ্জ হইতে বগুড়ায় স্থানান্তরিত করা হউক।

প্রস্তাবক—মৌঃ রজিব উদ্দিন তরফদার।

অনুমোদক—মৌঃ আলতাফ উদ্দিন।

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)

১শ প্রস্তাব :—

১লা মের পূর্ব্বে এই কন্‌ফারেন্সের কার্য্যবিবরণী গবর্ণমেণ্ট ও আইন সভার মেম্বার এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রদান করা হউক।

প্রস্তাবক—খানসাহেব মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

অনুমোদক—বাবু বসন্তকুমার কর্ম্মকার।

(সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহিত)